পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক : ৪১ | পাচজসস | ১ তারিখ: ১৬/০৬/২০১৩

১৬ জুন ২০১৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এ উত্থাপিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরাবরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির

স্মারকলিপি

বরাবরে,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

মাধ্যমঃ ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মহোদয়,

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছে যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে গত ২৭ মে ২০১৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং তারই আলোকে গত ৩ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে উক্ত বিল অনুমোদিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুন ২০১৩ উক্ত সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক মতামত চেয়ে উক্ত বিল ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় যে, গত ১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল উপস্থাপিত হয়েছে তাতে একদিকে কতিপয় বিরোধাত্মক ধারার সংশোধনী প্রস্তাব যথাযথভাবে আনা হয়নি, অপরদিকে কতিপয় বিরোধাত্মক ধারার সংশোধনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে।

Received
18/6/13
A. to D.C
Rangamati

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আপনার নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট ২৩ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়। তারপর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত আইনের ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এরপর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর উপর মতামতের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির নিকট পর পর দু' বার পাঠানো হলে তৎপ্রেক্ষিতে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায় উক্ত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয় এবং তদনুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে যথাযথ মতামত ও সিদ্ধান্ত সহকারে উক্ত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পুনরায় সংশোধিত আকারে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল ২০১২' প্রস্তুত করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। সর্বশেষ মাননীয় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, ১৬ জুন ২০১৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' নামে যে বিল উত্থাপিত হয়েছে তাতে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংধোশনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে উত্থাপিত ১০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে অন্তত: ২টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংশোধন ও অন্তর্ভুক্ত করণার্থে ত্রুটিপূর্ণ ও বাদ পড়া সংশোধনী প্রস্তাবাবলী নিম্নে উত্থাপন করা গেল-

১। (১) ধারা ৬ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ক), (খ) ও (গ)-তে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি' এর সাথে **'পদ্ধতি'** শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই এই তিনটি দফায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি' শব্দগুলির পরিবর্তে **'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি'** শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা।

(২) ধারা ৬ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (গ) এর "পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বর্হিভূতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল" শব্দগুলির মধ্যে "কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান" শব্দগুলির পর **"বা বেদখল করা"** শব্দাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই "কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান" শব্দগুলির পর **"বা বেদখল করা"** শব্দাবলী সংযোজন করা।

(৩) ধারা ৬ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এর শেষে উল্লেখিত **"তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"** এই শর্তাংশ বিলুপ্ত করা হয়নি। তাই এই শর্তাংশ বিলুপ্ত করা।

২। কমিশনের কোরাম সংক্রান্ত ধারা ৭(৩)-এ উল্লেখিত "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে **"কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে"** শব্দাবলী প্রতিস্থাপনে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল। তাই **চেয়ারম্যান ও অপর তিনজন সদস্যের উপস্থিতির** সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা।

৩। ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবে **"২১। কমিশনের কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্তকরণ।–** কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হইবে** এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকর হইবে" মর্মে একটি নতুন ধারা সংযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ১৩ দফা সংশোধনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

প্রস্তাবে। কিন্তু 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভুমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল-এ এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। **তাই এই নতুন ধারা সংযোজন করা**।

অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা যথাযথভাবে সমাধানের লক্ষ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা যথাযথ ও ত্রুটিমুক্তভাবে সংশোধনের নিমিত্তে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভুমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল-এ উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবাবলী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

তারিখ: ১৮ জুন ২০১৩

(প্রণতি বিকাশ চাকমা)
সাধারণ সম্পাদক
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সংযুক্তি:

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবাবলী - ৪ (চার) পাতা।
২। ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত- ৫ (পাঁচ) পাতা।
৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল- ২ (দুই) পাতা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া গেল (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)-

১। মাননীয় আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক, মাননীয় চেয়ারম্যান, ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।
৬। জনাব গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৯। মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স, খাগড়াছড়ি।
১০। মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

১১। মাননীয় চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

১২। মাননীয় চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

১৩। মাননীয় সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি।

১৪। মাননীয় সার্কেল চীফ, বোমাং সার্কেল, বান্দরবান।

১৫। মাননীয় সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি।

১৬। মাননীয় সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭। শ্রী বীর বাহাদুর উশৈচিং, মাননীয় সংসদ সদস্য, বান্দরবান।

১৮। মাননীয় আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ঢাকা।